দর্শনায় মাদক সম্রাট খ্যাত রানা গ্রেফতার

দর্শনায় মাদক সম্রাট খ্যাত দক্ষিণ চাঁদপুরের রানা নামের এক মাদক মামলার আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শনিবার বিকেলে খুলনা রেঞ্জের ডিআইজির নির্দেশে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের নেতৃত্বে দর্শনা থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে।

এ সময় দর্শনা থানাধীন পৌর এলাকার দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রাম থেকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলার এজাহারভুক্ত পলাতক আসামি রানাকে (৩৫) গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত রানা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের মল্লিকপাড়ার আক্তার হোসেনের ছেলে।

গ্রেফতারকৃত আসামিকে রবিবার চুয়াডাঙ্গা আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) মুহাম্মদ হিমেল রানা বলেন, “মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

নিয়মিত অভিযান চালিয়ে মাদক উদ্ধার ও মাদক ব্যবসায়ীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত কেউই আইনের আওতার বাইরে থাকবে না।”

আলমডাঙ্গার মাদক সম্রাট ওল্টু এখন মাদকের গডফাদার

আলমডাঙ্গা বেলগাছি গ্রামের চিহ্নিত মাদক সম্রাট সন্ত্রাসী বোমা কালামের অবসান হলেও তার ছোট ভাই আবারও সক্রিয় হয়ে মাদক ব্যাবসায়

জমিয়ে তুলেছে রাজ্য। এলাকাবাসী ফুঁসে উঠেছে। গ্রামবাসীরা প্রতিবাদ করলে তাদের হুমকি ধামকি দিয়ে চলেছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছী ইউনিয়নের বাগানপাড়ায় মৃত সাহেব আলির ছেলে ওল্টু আবারও মাদক ব্যাবসায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ওল্টুর বড় ভাই বোমা কালাম ছিল চিহ্নিত সন্ত্রাসী, ডাকাত এবং মাদক ব্যাবসায়ী। তার অত্যাচারে এলাকায় চরম আতঙ্ক বিরাজ করতো। তার মৃত্যুর পর এই ওল্টু ভাইয়ের চলা পথে মাদক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে।

এক সময় ৫ই আগষ্টের পরে এলাকাবাসী গণপিটুনি দিয়েছিল কুখ্যাত মাদক ব্যবসায়ী ওল্টু ও তার ব্যাবসায়ী পার্টনার তরিকুল ইসলাম কে। তার পরেও থামেনি তার মাদক ব্যাবসা। বরং প্রশাসনের চোখের সামনে মাদকের ভয়াল ছোবলে ক্ষতবিক্ষত এই এলাকায় ওল্টুর উপস্থিতি যেন এক আতঙ্কের নাম। সে শুধু একজন ব্যবসায়ী নয় এলাকাবাসীর চোখে সে মাদকের গডফাদার, যাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে একটি বিস্তৃত মাদকচক্র।

উল্লেখ্য, আলমডাঙ্গা বেলগাছী বাগানপাড়ার মৃত বোমা কালাম এর ছোট ভাই ওল্টুর বিরুদ্ধে আগে থেকেই একটি মাদক মামলা রয়েছে। ওই মামলায় একবার গ্রেফতার হলেও আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে জামিনে বেরিয় এসে যেন আরও আগ্রাসী হয়ে উঠেছে। প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে আবারও শুরু করেছে গাজা ও টাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ মাদকদ্রব্যের সরবরাহ ও বিক্রি।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ওল্টুর কারণে পুরো এলাকা আজ মাদকের করাল গ্রাসে জর্জরিত। স্কুলপড়ুয়া কিশোর থেকে শুরু করে তরুণ সমাজ তার মূল টার্গেট। রাতের অন্ধকারে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছে বিষের প্যাকেট। দিনের আলোতেও নির্লজ্জভাবে মাদকাসক্ত খরিদ্দাররা তার বাড়িতে মাদক কেনার জন্য লাইন দেয়।

অবিলম্বে ওল্টুকে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যাবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রশাসনের প্রতি অনুরোধ করেছেন এলাকার সুধী সমাজ।

দামুড়হুদায় মাদক সম্রাট কতৃক আহত হওয়ায় সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় মাদক সম্রাট জাহিদুল গ্যাং কতৃক আহত হওয়ায় ভূক্তভোগীর পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৫ টার সময় দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখত বক্তব্য পেশ করেন দামুড়হুদা উপজেলার সদর খাঁ পাড়া গ্রামের মতলেব আলী’র ছেলে আব্দুর রহিম।

সংবাদ সম্মেলনে আব্দুর রহিম বলেন, আমি যুব রেড ক্রিসেন্ট সৌসাইটির দামুড়হুদা উপজেলা যুব প্রধান হওয়ার কারণে বিভিন্ন সময়ে দূর্নিতী ও মাদকের বিরুদ্ধে সভা-সেমিনার করার কারণে ইয়াবা ও ফেন্সী সম্রাট জাহিদুল ইসলাম ইয়াবাসহ ধরা পড়ে। সেখানে মাদক সেবনের কারণে তাকে জেল ও জরিমানা করা হয়। তারা সন্দেহ করে যে, আমি আব্দুর রহিম তাদেরকে ধরিয়ে দিয়েছি। তারিই ফলশ্রুতিতে কয়েক বছর আগে আমাকে বিবাদীপক্ষ মোঃ জাহিদুল মেম্বার ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা মিলে আমাকে বেদম মারধর করে রক্তাক্ত জখম করে। এরই সূত্র ধরে আমি বৈষম্য ছাত্র আন্দোলনে পত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দলনের নেতৃত্ব দেয় ফেসবুকসহ বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশ গ্রহন করি। যাহার ফলোশ্রুতিতে স্বৈরাচারী আওয়ামীলীগ সরকারের নেতাকর্মীরা ও যুবলীগ নেতা জাহিদুল ইসলাম ও যুবলীগের সাবেক থানা সভাপতি তালেবসহ তার সাঙ্গ পাঙ্গোরা ভালোভাবে সেটা মেনে নিতে পারিনি। বিভিন্ন সময় আমাকে প্রাণনাশের হুমকি ধামকি দিয়ে আসিতেছিল। এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় জাহিদুল মেম্বার ও তার ভাই তালেবের নেতৃত্বে আমাকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে তুলিয়া নিয়ে যাবার সময় আমার পিতা মতলেব আলী, ছোট ভাই আব্দুল করিম, বড় ভাই আব্দুর রহমান বাধা দিলে আমাদের সকলকে, রামদা ও দেশি অস্ত্র নিয়ে আমাদেরকে এলোপাতাড়িভাবে কুপায়।

এক পর্যায়ে আমার বড়ভাইয়ের মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া সকলে পলিয়ে যাই। ঘটনার বিবরনী দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জকে মোবাইল